Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.83-88
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বঙ্গীয় কবি দীপক ঘোষের জীবন ও সাহিত্য

মধুসূদন মাকুড়
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:

Sanskrit literature is flowing in a timeless stream. From the time immemorial the ceaseless flow of Sanskrit literature is continuing and has attained the height of modern Sanskrit literature. The Bengali poet Deepak Ghosh is the brightest of all the poets we remember at this time. Deepak Ghosh was born on 24th day of January in the year 1941 in Kolkata as the son of Sukharanjan Ghosh and Prafullanalini Devi. Besides being a poet and a philosopher he was a skilled translator and an ideal professor. He was an extremely talented poet and has a great contribution in the field of fragment and translation. The poet has brilliantly reflected the pain of not being able to get and the shock of being lost in his masterpiece 'Vilāpa-Pañcikā'. The poet has satirically portrayed the nasty form of current politics in his poem 'Rājnītilīlāmṛtam'. He has achieved the title of 'True Translator' by translating Bengali manuscripts of Rabindra Sangeet into Sanskrit keeping the idea and notation intact. The poet has mesmerized all the Sanskrit-loving readers by embodying the themes of his poems. In fact, the poet Deepak Ghosh is one of the brightest stars in the realm of Sanskrit literature for his immortal literary creations.

Keywords: Deepak Ghosh, Biography, work, Poetry, Literature.

সংস্কৃত ভাষা যেমন প্রাচীনতম তেমন'ই আধুনিকতায় পরিপূর্ণ। ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি এই সংস্কৃত ভাষার বিকাশধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। প্রবহমান সেই শত সহস্র স্রোতে আমরা অনেক আধুনিক সংস্কৃত কবি ও তাঁদের রচনার সাথে পরিচয় লাভ করেছি। সংস্কৃত সাহিত্যের এই বিকাশশীল পরম্পরাকে অতিশয় সমৃদ্ধ এবং গৌরবান্বিত করতে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক সংস্কৃত কবিদেরও অবদান অনস্বীকার্য। এই সময়ে সংস্কৃতসাহিত্য সাধনায় বঙ্গীয় যে সকল কবিগণ নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কবি ও অনুবাদক দীপক ঘোষের নাম সর্বজনবিদিত। তিনি পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যাকাশের নক্ষত্রগুলির মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ। তিনি একাধারে ছিলেন বিদ্বান বাগ্মী সুপণ্ডিত অধ্যাপক, অন্যদিকে ছিলেন বিংশ শতকের খ্যাতনামা কবি অনুবাদক এবং সঙ্গীত পরিবেশক।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে কোলকাতায় সুখরঞ্জন ঘোষ এবং প্রফুল্লনলিনী দেবীর পুত্ররূপে কবি দীপক ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য তিনি তাঁর কাব্যে পিতা মাতার নাম উল্লেখ করতে ভূলেন নি। *'রাজনীতিলীলামৃতম্'* কাব্যের সমাপ্তি অংশে তিনি নিজের সামান্য পরিচয় দিয়ে বলেছেন – "ইতি আপাতত: সমাপ্তং চিরন্তুসমাপ্যং নিরন্তং রাজনীতিদেব্যা: লীলাচরিতমবলম্ব্য 'রাজনীতিলীলামৃতম্' ইতি আধুনিকং সংস্কৃতকাব্যং বিরচিতং স্বর্গতসুখরঞ্জনঘোষপ্রফুল্লনলিনীঘোষজায়য়ো: পুত্রেণ কলিকাতানিবাসিনাসংস্কৃতাধ্যয়নাধ্যাপনব্রতিনা শ্রীদীপকঘোষেণ।"[১] পত্নী ইলা ঘোষের সঙ্গে কবি বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। কবির আদি বাসভূমি ছিল অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। তিনি কোলকাতার গ্রীনপার্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। বাল্যকাল থেকেই কবি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। প্রথমে

কোলকাতার পার্ক ইন্সটিটিউশন নামক বিদ্যালয়, পরে উচ্চশিক্ষার জন্য সিটি কলেজ এবং তারপর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে স্নাতক পরীক্ষায় সসম্মানে প্রথম শ্রেনিতে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। স্নাতকোত্তর স্তরে কবির বিশেষ বিষয় ছিল 'বেদান্ত দর্শন'। তিনি 'ভারতীয় দর্শনে অভাববিমর্শ' বিষয় নিয়ে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি উপাধি লাভ করেন। আবার সংস্কৃতের জ্ঞান ক্ষুধা নিবারণ করতে তিনি ছুটে যেতেন তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে, কখনও আবার বিদগ্ধ পণ্ডিতদের পদতলে।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি প্রথমে কোলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সময়ে *'রিডার'* এবং শেষ জীবনে *'প্রফেসর'* পদ অলংকৃত করেন। শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর সন্তানতুল্য পিতৃস্নেহ সকলকে মোহিত করেছিল। তিনি অনেক গবেষকের উপদেষ্টা হিসাবে সম্মানের সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে দীপক ঘোষ ছিলেন সুপণ্ডিত এবং ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ।

অধ্যাপক দীপক ঘোষ ১৯৯৪ সালে বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার মেলব্রোর্ণ গিয়েছিলেন। নিজের অগাধ পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভার জন্য তিনি অনেক পুরষ্কার লাভ করেছিলেন। যেমন –

১. সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনিতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে দীপক ঘোষ রৌপ্য পদক লাভ করেন।
২. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনিতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি স্বর্ণ পদক লাভ করেন।
৩. *'বিলাপ-পঞ্জিকা'* কাব্যের জন্য তিনি পুণের তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ থেকে ১৯৯৪ সালে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।
৪. ২০০০ সালে শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসাবে দীপক ঘোষ *'সাহিত্য অকাডেমী'* পুরষ্কার লাভ করেন।

আজন্ম অত্যন্ত বিনয়ী কবি দীপক কারোও সাহায্য নিলে তিনি তাঁদের প্রতি কখনও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে ভূলতেন না। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সজ্জন, রসিক, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনচেতা। রাজনীতিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন বলে তাঁর কাব্যে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে রাজনীতিকেই দেবী হিসাবে কল্পনা করে তাঁর মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। কবির মৌলিক কাব্যে ধরা দিয়েছে সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তিনি সারা জীবন সংস্কৃতের উপাসনায় নিজেকে নিমগ্ন রেখেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের এই বঙ্গীয় কবি ২০০৫ সালে মার্চ মাসের ২৩ তারিখে ৬৪ বৎসর বয়সে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেন।

অধ্যাপক দীপক ঘোষ তাঁর কবিত্ব প্রতিভা গুনে রচনা করেছেন খণ্ডকাব্য এবং অনুবাদ সাহিত্য। তাঁর রচিত মৌলিক সাহিত্য গ্রন্থগুলি হল –

১. বিলাপ-পঞ্জিকা
২. রাজনীতিলীলামৃতম্
৩. সংস্কৃতরবীন্দ্রসঙ্গীতম্

'বিলাপ-পঞ্জিকা' একটি অনবদ্য বিলাপমূলক খণ্ডকাব্য। এখানে পাঁচটি কাব্যের সমাহার আছে। সেগুলি হল – ক) মেঘ-বিলাপ খ) সুরবাগ্-বিলাপ গ) অমর-বিলাপ ঘ) উজ্জয়িনী-বিলাপ এবং ঙ) অলকা-বিলাপ। কোলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৯৭০ সালে *'মেঘ-বিলাপ'* কাব্য; ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে *'উজ্জয়িনী-বিলাপ'* কাব্য ও চোদ্দটি শ্লোক নিয়ে *'সুরবাগ্-বিলাপ'* কাব্য এবং ১৯৭৭ সালে *'অলকা-বিলাপ'* কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করে দীপক ঘোষ ৮৮টি শ্লোকে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে পাঁচটি বিলাপকাব্য একত্রে *'বিলাপ-পঞ্জিকা'* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক ড. সত্যব্রত শাস্ত্রী এবং ড. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্ত্রী ইলা ঘোষকে কবি কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন।

মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১৩টি শ্লোকের মাধ্যমে *'মেঘ-বিলাপ'* কাব্যে কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে কবি এক ভাগ্য বিড়ম্বিত ব্যক্তির শোচনীয় অবস্থা বিলাপের আকারে তুলে ধরেছেন। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের নায়ক যক্ষের গৃহের বৈভব ও সৌন্দর্যের বিপরীতে কবি এখানে আধুনিক ভারতের এক দরিদ্র ব্যক্তির গৃহের দৈন্য এবং অভাবের চিত্রাঙ্কন করেছেন। আর সেই নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিভূ হিসাবে কাব্যে কবি নিজেকে প্রতীকী করেছেন। সাধারণত পরিস্থিতির বিপর্যয়ের ফলে

একজন হতদরিদ্র ব্যক্তির কাছে বর্ষাকাল আনন্দ উপভোগের হয় না, বরং ভয়ের - থাকে ঘরছাড়ার আর্তনাদ। তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে -

"হাসোহজ্ঞাতো মধুময়মুখাদশ্রুধৌতে গৃহে মে
দন্তৈর্ঘট্টঃ কুটিলবদনে সাশ্রুবর্ণে বসন্তে।
"মেঘালোকে গ্রথয়তি কবিঃ কাব্যমালাং সুগন্ধিং
মেঘালোকে মম তু হৃদয়ং সর্বদা ভীতভীতম্।।"[২]

বর্ষাকালে মেঘ দেখে দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের ভয় আশঙ্কা *'মেঘবিলাপ'* নামে কাব্যটি যথার্থতা লাভ করেছে। কবি স্বয়ং এই কাব্যের প্রারম্ভে কাব্যটিকে *সোল্লুণ্ঠকাব্য* (parody Lyric) আখ্যায় অভিহিত করেছেন।[৩]

৩২টি শ্লোকে *'সুরবাগ্-বিলাপ'* কাব্যে সংস্কৃত ভাষা ও শিক্ষার বর্তমান দুরবস্থা সংস্কৃত ভাষার কণ্ঠে করুণ আর্তনাদে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কাব্যটি সম্পূর্ণরূপে কবি দীপক ঘোষের স্বকপোল-কল্পিত। পরবর্তী সময়ে বঙ্গে সংস্কৃত ভাষার দুর্দশা নিয়ে অনেক কবি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন কবি সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের *'ননাবিতাড়নম্'* এবং কবি নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের *'জননীশ্রাদ্ধবাসরম্'* নাটক উল্লেখযোগ্য।

চতুর্দশ শ্লোকান্বিত *'অমর-বিলাপ'* কাব্যে উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী মাণ্ডুদুর্গে প্রসিদ্ধ গায়ক দম্পতি বজ্‌বাহাদুর খাঁ এবং তাঁর প্রেয়সী রূপমতীর জনশ্রুতিমূলক করুণ প্রেমোপাখ্যান অনবদ্য ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। কবি দীপক ঘোষ এই কাব্য নির্মাণে সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ ইংরেজী কবি William words worth এর *'Solitary Reaper'* কবিতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তিনটি শ্লোকে রচিত *'উজ্জয়িনী-বিলাপ'* কাব্যে বর্ণিত হয়েছে অতীত উজ্জয়িনীর বর্তমান বিগত বৈভব অবস্থা। কবি স্বপ্নে উজ্জয়িনীকে প্রিয়ারূপে, সুন্দরী ও চিরযুবতী হিসাবে কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তব উজ্জয়িনী দর্শনের ফলে মোহগ্রস্ত কবির কণ্ঠে এসেছে মোহভঙ্গের আর্তনাদ। খেদের সঙ্গে কবি বলেছেন -

"সা কুক্ষণে হা সমদৃশ্যতৈকদা
নিষ্প্রেমভূমৌ ব্যবহারলোকে।
স্বপ্নোজ্জ্বলা সোজ্জয়িনী সুতন্বী
ক্রমেণ বৈবর্ণ্যময়াদ্ ভয়াদথ।।"[৪]

অভিশাপ মুক্ত হয়ে অলকায় ফিরে প্রিয়তমা পত্নীর অদর্শনে মেঘদূতের যক্ষের বিরহোৎকণ্ঠা এবং প্রেমভাবনা অনবদ্য ভঙ্গিতে ২৬টি শ্লোকে নিবদ্ধ *'অলকা-বিলাপ'* কাব্য বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের শেষে প্রেয়সীহীন অলকাপুরীর শূন্য ভবন দেখে যক্ষ ভগ্ন হৃদয়ে নিরুদ্দেশযাত্রা করেন। কবি দীপকের ভাষায় -

"প্রিয়য়া মম শূন্যমিদং হি গৃহম্
অধুনাধিবসন্তি পিশাচগণাঃ।
ইতি যক্ষ ইতশ্চিরমেব যয়া
অলকাং পরিহায় বিদীর্ণমনাঃ।।"[৫]

সমগ্র *'বিলাপ-পঞ্জিকা'* কাব্য প্রবল নৈরাশ্যবাদী স্বরে জারিত। না পাওয়ার ব্যথা, দারিদ্র্যের ধূসরতা, ব্যর্থ প্রেমের বেদনা, স্বপ্নলোক ও কল্পলোকের হাহাকার সবই কাব্যরূপ লাভ করেছে ঘোষকবির *'বিলাপ-পঞ্জিকা'* কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যের ভাষা সরল ও সরস। দৃষ্টিনন্দন ছন্দের অভিনবত্ব এবং অলঙ্কারের যথাযথ ব্যবহারে সমৃদ্ধ গ্রন্থটি। এখানে ছত্রে ছত্রে অঙ্গীরস হিসাবে করুণ রসের সুন্দর প্রয়োগ করেছেন কবি।

'রাজনীতিলীলামৃতম্' আধুনিক ব্যঙ্গধর্মী বৃহৎ আকারের একটি খণ্ডকাব্য। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আচার্য ড. রমারঞ্জন মুখার্জী এই খণ্ডকাব্যের ভূমিকা লিখেছেন এবং কবি দীপক ঘোষ স্বয়ং কাব্যের প্রারম্ভে ইংরেজি ভাষায় কাব্যটির সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করেছেন। নিউ দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান থেকে ১৯৯৯ সালে ৩৫৬টি শ্লোক নিয়ে প্রথম *'রাজনীতিলীলামৃতম্'* কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে আরও ১০১টি শ্লোক সংযুক্ত করে মোট ৪৫৭টি শ্লোক নিয়ে হাওড়ার আশাবরী প্রকাশনী থেকে ২০০২ সালে *'রাজনীতিলীলামৃতম্'* গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করেন কবি দীপক ঘোষ।

কাব্যটির মূল বিষয় হল উপহাসের মাধ্যমে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে সমাজের সর্বত্র বর্তমান ঘৃণ্য রাজনীতির স্বরূপ প্রতিপাদন। গ্রন্থে কবি দীপক ঘোষ রাজনীতিকে দেবীর আসনে বসিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে তির্যক দৃষ্টিতে প্রণাম নিবেদন করেছেন। কাব্যারম্ভে কবি দীপক ঘোষ অমিত কীর্তি এবং অনন্ত শক্তির অধিকারিণী মাতা হিসাবে রাজনীতির স্তুত্যাত্মক বন্দনা করে বলেছেন –

"ভো রাজনীতে প্রণমামি তুভ্যং
পুনঃ পুনস্তে পদয়োঃ প্রণামঃ।
অনন্তকীর্তীরমিতাশ্চ শক্তীঃ
শক্নোমি মাতুং ন তব ক্ষমস্ব।।"[৬]

কাব্যে রাজনীতির নানাবিধ লীলাবিলাস, প্রভাব, মুখ, স্বরূপ, কার্যকলাপাদির সম্যক্ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি কণ্ঠে এসেছে সন্ত্রাসবাদ, ১৯৯০ সালের বোসনিয়া যুদ্ধ, হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ, ইরাকে আমেরিকার বোমা নিক্ষেপ, দেশ বিভাজন, শরণার্থি সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা, নির্বাচন চিত্র, সংসদ ভবনের চিত্র, মন্ত্রী নির্বাচন, ধর্মঘট সমস্যা, বিষ ইনজেকশনে শিশুমৃত্যু ঘটনা, নকশাল আন্দোলন, ভিখারি পাসওয়ানের অন্তর্ধান রহস্য, রাজীব গান্ধী হত্যা ইত্যাদি বিবিধ প্রসঙ্গ। অন্তিমে কবি আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অসুস্থ পরিস্থিতির মধ্যেও রাজনীতি দেবীর উদ্দেশ্যে আকাশে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র শান্তি বিরাজের প্রার্থনা করে বলেছেন –

" ওঁ শান্তিশান্তির্গগনে জলে স্থলে
ওঁ বিশ্বশান্তির্নরকে দ্যুলোকে।
স্বস্ত্যস্তু মধ্বস্তু নবা শতাব্দী
ভো নীতিরাজে প্রণতিঃ শতং শতম্।।"[৭]

এরপর আপাতত এই কাব্য শেষ হলেও রাজনীতির লীলা অবিরাম চলতে থাকবে বলে দীপক ঘোষ দাবী করেছেন। এ'জন্য বোধ হয় কবি নিকট ভবিষ্যতের জন্য রাজনীতির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার কোনও প্রতিকারের সংস্থান করেন নি।

কাব্যের ভাষা সহজ, সরল, অলঙ্কৃত, মাধুর্যমণ্ডিত এবং নবীন। কবির রচনারীতির স্পষ্টতা মুগ্ধ করে। কাব্যে কোথাও কাঠিন্য পরিলক্ষিত হয় নি। কাব্যটি মৌলিক, ব্যঙ্গাত্মক এবং প্রসাদগুণান্বিত। এখানে কোনও নিরন্তন ঘটনা প্রবাহ নেই, নেই কাহিনী অথবা কোনও বিবেচনা যোগ্য দৈর্ঘ্যের চিত্রিত বর্ণনা। সত্যিকারের গীতিকাব্যের প্রত্যাশা মতোই এখানে রসাত্মক উচ্ছ্বাস রসজ্ঞ পাঠকের হৃদয়ের গভীরে সংবেদনশীলতার সৃষ্টি করে। ঘোষের এই কাব্যে কোনও বিশেষ রসের প্রাধান্য দাবি করা যায় না। এখানে উপস্থিত সার্বিক আবেদনটি হল ঘৃণা, ব্যথা এবং হাসি। বস্তুতঃ *'রাজনীতিলীলামৃতম্'* একটি মর্মভেদী তীব্র সামাজিক ব্যঙ্গধর্মী রচনা।

'সংস্কৃতরবীন্দ্রসঙ্গীতম্' একটি বাংলা ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষার অনূদিত গ্রন্থ। ১৯৯৫ সালে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের অনুমোদনে কবি দীপক ঘোষ নিউ দিল্লীর সাহিত্য অকাডেমী থেকে নির্বাচিত পঁচিশ সংখ্যক বাংলা রবীন্দ্র গান মূল স্বরলিপি অনুসারে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে দেবনাগরী হরফে মূল বাংলা গানের সঙ্গে স্বরলিপি সহ সংস্কৃত অনূদিত সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করেছেন অনুবাদক। পঁচিশটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে দশটি গান *'গীতাঞ্জলি'* কাব্যগ্রন্থ থেকে এবং বাকি *'গীতালি'*, *'তপতী'*, *'গীতিমাল্য'*, *'ক্ষণিকা'* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে তিনি বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত *'স্বরবিতান'* গ্রন্থে উল্লিখিত মূল স্বরলিপি অনুসারে রবীন্দ্রনাথের গানের সংস্কৃত অনুবাদ করেছেন। কবি দীপক ঘোষের মূল কৃতিত্ব হল অর্ণব-কল্প বাংলা রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে নির্বাচিত পঁচিশটি সংগীতের মূল স্বর ও ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা। সাহিত্য অকাডেমী কর্তৃক ২০০০ সালে এই গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত অনুবাদ সাহিত্য হিসাবে নির্বাচিত হয়। এই অনূদিত গ্রন্থেরও উপক্রমণিকা লিখেছেন শিক্ষাবিদ ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। অনুবাদক ঘোষ মহাশয় তাঁর পরম পূজনীয় মায়ের উদ্দেশ্যে *'সংস্কৃতরবীন্দ্রসঙ্গীতম্'* গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথমে *'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'* নামক রবীন্দ্র গানের অনুবাদ করা হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থে প্রদত্ত মূল এবং অনূদিত গানটি যথা –

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন - দানে ॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,

তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো —
নিশিদিন আলোক - শিখা জ্বলুক গানে ॥
আঁধারের গায়ে গায়ে তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো -
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব - পানে ॥

অনুবাদ -

অগ্নেঃ স্পর্শমণিং লগয় প্রাণৈঃ ।
জীবনং পাবয় দহন - দানৈঃ ॥
মমেমং দেহং সমুত্তোলয় ত্বম্,
তবৈতদ্ - দেবালয়ে কুরু দীপম্ -
জ্বলতু দীপশিখাহনিশং গানৈঃ ॥
তমসঃ তনৌ তনৌ তব স্পর্শাৎ
ফুটতু নিশাং তারা নবা নবা।
নয়ন - দৃষ্টিরেতু তমোমুক্তিম্,
যত্র পততি চ পশ্যতু প্রভাম —
জ্বলিতা ব্যথা মম ঊর্ধ্বতানম্ ॥[৮]

রবীন্দ্রসঙ্গীত সংস্কৃত ভাষায় যথাযথ অনুবাদ করার সময় অনুবাদক কবি দীপক ঘোষ রবীন্দ্র কৃত মূল বাংলা শব্দের উচ্চারণগত ধ্বনি সাদৃশ্য এবং ধ্বনি মাধুর্য বজায় রাখার জন্য প্রায় অনুরূপ উচ্চারণগত সংস্কৃত শব্দ নির্বাচন করেছেন। যথা - কেমন করে > কথংকারম্, জীবন পরে > জীবনোপরি, উড়ে চলে > উচ্চলতি, একলা চলো > একশ্চল, বদ্ধতালা > বদ্ধতালম্, হরষ > হর্ষঃ, ঊর্ধ্বপানে > ঊর্ধ্বতানম্, পরশ > স্পর্শঃ, কি জানি > কিঞ্জানে, প্রসারি > প্রসার্য, কাজের দিনে > কৃত্যদিনে, সুর > স্বরঃ, বারে বারে > বারং বারম্, যত > যতি, তরিতে > তরণে, দুঃখের পথে > দুঃখপথে, ইত্যাদি। আবার কিছু সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হলেও তাদের মধ্যে অর্থগত তফাৎ আছে। এই রকম শব্দ অনুবাদ করার সময় যথাযথ অর্থযুক্ত সদৃশ অনূদিত শব্দ চয়নে দীপক ঘোষের প্রয়োগ নৈপুণ্য অনস্বীকার্য। উদাহরণ হিসাবে *'মন মোর মেঘের সঙ্গী'* বাংলা গানের প্রথম চরণে উল্লিখিত বাংলা *'সঙ্গী'* শব্দের সংস্কৃত প্রয়োগ লক্ষণীয়। যথা -

মূল - মন মোর মেঘের সঙ্গী।
অনুবাদ - মম মনো মেঘসহগম্।[৯]

এখানে বাংলা ভাষায় *'সঙ্গী'* শব্দের অর্থ বন্ধু বা সহচর, কিন্তু সংস্কৃত *'সঙ্গী'* শব্দের অর্থ অনুরাগ সম্পন্ন। এ'জন্য অনুবাদক বাংলা *'সঙ্গী'* শব্দের উপযুক্ত সংস্কৃত *'সহগম্'* শব্দ ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে অনুবাদে মূল অর্থ, ধ্বনিসাম্য এবং সুর সুরক্ষিত রাখার প্রয়াস করেছেন।

অনুবাদক দীপক ঘোষ এই অনূদিত গ্রন্থে মূল বাংলা রবীন্দ্রগীতের প্রায় একই ভাব, আকৃতি এবং শব্দবিন্যাস সুরক্ষা করেছেন। যেখানে সন্ধি স্বাভাবিক ভাবে এসেছে সেখানে করার প্রয়াস করেছেন। সম্বন্ধপদকে যথাসম্ভব আলাদা করে লেখা হয়েছে। মূল সঙ্গীতে অবস্থিত সম্বোধন সূচক *'রে'* পদ অনুবাদে দীপক ঘোষ সঙ্গত ভাবেই ব্যবহার করেছেন। মূল স্বর এবং ধ্বনির সাধর্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অনুবাদে ছন্দের ব্যবহার করা হয় নি। গ্রন্থটি সরল ও সুমধুর শৈলীতে অনূদিত হয়েছে। পরবর্তীকালে *'সংস্কৃতরবীন্দ্রসঙ্গীতম্'* গ্রন্থের অনূদিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের দুটি অডিও ক্যাসেট কোলকাতার গাথানী রেকর্ডস্ কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয়, যেখানে গান গেয়েছেন বিভাস ঘোষ, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং ড. রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্বাচিত পঁচিশটি রবীন্দ্র গান ছাড়া কবি দীপক ঘোষ আরও কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন। সেগুলি যেমন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি তেমন বেশীর ভাগ গান এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। এছাড়াও দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পত্র পত্রিকায় কবির গবেষণাধর্মী বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে দীপক ঘোষের গবেষণাপত্র

'অভাববিমর্শ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। ভাষাপরিচ্ছেদের উপর ২০০৩ সালে তিনি *'ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা'* নামে একটি সম্পাদিত বই রচনা করেছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, দীপক। *রাজনীতিলীলামৃতম্*। নয়াদিল্লী : রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৯৯। পৃ.- ৮০।
২. ঘোষ, দীপক। *বিলাপপঞ্জিকা*। কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৯। মেঘবিলাপম্, শ্লোক - ৪,পৃ.- ৫।
৩. ঘোষ, দীপক। *বিলাপপঞ্জিকা*। কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৯। মেঘবিলাপম্, পৃ.- ২।
৪. ঘোষ, দীপক। *বিলাপপঞ্জিকা*। কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৯। উজ্জয়িনীবিলাপম্, শ্লোক - ২, পৃ.- ২৬।
৫. ঘোষ, দীপক। *বিলাপপঞ্জিকা*। কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৯। অলকাবিলাপম্, শ্লোক - ২৬, পৃ.- ৩৪।
৬. ঘোষ, দীপক। *রাজনীতিলীলামৃতম্*। নয়াদিল্লী : রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৯৯। শ্লোক - ১, পৃ.-১।
৭. ঘোষ, দীপক। *রাজনীতিলীলামৃতম্*। হাওড়া : আশাবরী পাবলিকেশন, ২০০২(পুনর্মুদ্রণ)। শ্লোক - ৪৫৭, পৃ.-৩৪।
৮. ঘোষ, দীপক। *সংস্কৃতরবীন্দ্রসঙ্গীতম্*। নয়াদিল্লী : সাহিত্য একাডেমী, ১৯৯৫। পৃ.- ১।
৯. ঘোষ, দীপক। *সংস্কৃতরবীন্দ্রসঙ্গীতম্*। নয়াদিল্লী : সাহিত্য একাডেমী, ১৯৯৫। পৃ.- ৫৫।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. উপাধ্যায়, বলদেব। *সংস্কৃত বাঙ্ময় কা বৃহৎ ইতিহাস (সপ্তম খণ্ড)*। লখনউ : উত্তরপ্রদেশ সংস্কৃত সংস্থান, ২০০০।
২. ঘোষ, দীপক। *বিলাপপঞ্জিকা*। কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৯।
৩. ঘোষ, দীপক। *রাজনীতিলীলামৃতম্*। নয়াদিল্লী : রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৯৯।
৪. ঘোষ, দীপক। *রাজনীতিলীলামৃতম্*। হাওড়া : আশাবরী পাবলিকেশন, ২০০২(পুনর্মুদ্রণ)।
৫. ঘোষ, দীপক। *সংস্কৃতরবীন্দ্রসঙ্গীতম্*। নয়াদিল্লী : সাহিত্য একাডেমী, ১৯৯৫ ।
৬. চট্টোপাধ্যায়, রীতা। *আধুনিক সংস্কৃত কাব্য : বাঙালী মনীষা (শতবর্ষের আলোকে)*। কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৮।
৭. দাস, নারায়ণ। *সংস্কৃতসাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গস্যাবদানম্*। কোলকাতা : কথা ভারতী, ২০১৩।
৮. সেন, শুভ্রজিৎ। *ভারতবর্ষে আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যম্ : বিহঙ্গমদৃষ্ট্যা পরিশীলনম্*। কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৯।
৯. Acharya, S. B. Raghunath(Ed.). *Modern Sanskrit Literature : Tradition & Innovations.* New Delhi : Sahitya Academy, 2009.
১০. Chattapadhyay, Rita(Ed.). *Modern Sanskrit Literature : Some Observations*. Kolkata : Sanskrit Pustak Bhandar, 2004.
১১. Panda, Rabindra Kumar & Jejurkar Shweta A.(Ed.). *Significant facets of Modern Sanskrit literature (Translated works).* Delhi : Bharatiya Kala Prakashan, 2011.